W. B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 27

Date : 11.01.2017

Enclosed is the news item clipping of Aajkal, a Bengali daily dated 11th January, 2017, the news is captioned "চিকিৎসাধীন শিশুকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ"

The Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to furnish a report within 4(four) weeks i.e., by 18.02.2017 enclosing thereto :

(a) Statement of Nasiruddin father of Mim Sardar, the patient,

(b) Bed Head ticket of the patient, Mim Sardar.

(c) Full address and particulars of Mim Sardar and his father, Nasiruddin.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl : News Item dt.11-01-2017

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

চিকিৎসাধীন শিশুকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ

নিরুপম সাহা

হাসপাতালে ভর্তি এক শিশুকন্যা। চিকিৎসকেরা বলেছিলেন ওষুধ আনতে। অভিযোগ, দোকানদার মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দিয়েছে। হাসপাতালের নার্স, আয়ারাও সেই ওষুধ পরীক্ষা না করেই দিয়ে দেন ওই শিশুকে। টানা ৩ দিন ধরে মেয়াদ উত্তীর্ণ সিরাপটি দেওয়া হয়েছে ওই শিশুকে।

শ্বাসকষ্ট নিয়ে ৬ মাসের শিশু মিম সর্দারকে ভর্তি করা হয়েছিল বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে। কিন্তু ৩ দিন ধরে ওষুধ খাইয়েও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় সন্দেহ হয় শিশুর বাবা নাসিরুদ্দিনের। ওষুধের বাক্স পরীক্ষা করে তিনি দেখেন সিরাপের মেয়াদ উত্তীর্ণ। অসুস্থ শিশুর পরিবারের তরফে দোকানদার এবং হাসপাতাল কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিস ও হাসপাতাল সুপারের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে।

অসুস্থ শিশুর বাবা, পেশায় খেতমজুর নাসিরুদ্দিন উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানার হরিশপুর গ্রামের বাসিন্দা। শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে শনিবার বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁর সাড়ে ৬ মাসের শিশুকন্যাকে। তার চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল থেকে একটি ওষুধ দিলেও বাকি ওষুধ বাইরে থেকে কেনার পরামর্শ দেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। সেইমতো নাসিরুদ্দিন হাসপাতালের কাছের একটি ওষুধের দোকান থেকে প্রায় ৮০০ টাকার ওষুধ কেনেন। তার মধ্যে একটি সিরাপের তৈরির তারিখ জুলাই ২০১৫। মেয়াদ শেষের তারিখ ডিসেম্বর ২০১৬। নাসিরুদ্দিনের কেনা সেই ওষুধ ভালভাবে না দেখেই গত ৩ দিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁর শিশুকে খাওয়ানো হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণের বিষয়টি প্রকাশ্যে চলে আসায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের লোকেরা।

অভিযোগ কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ শঙ্করপ্রসাদ মাহাতো। তিনি বলেন, 'হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের কোনও ওষুধই বাইরে থেকে কেনার দরকার হয় না। সরকারিভাবে সরবরাহ করা হয়। তবুও কয়েকজন চিকিৎসক ব্যক্তিগত স্বার্থে রোগীর বাড়ির লোকদের বাইরে থেকে ওষুধ কেনার পরামর্শ দিয়েছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক। এক্ষেত্রেও বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে গিয়ে এই ধরনের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে গেছে।' তবে পাশাপাশি তিনি বলেন, 'বাইরের ওষুধ খাওয়ানোর আগে কর্তব্যরত নার্স কিংবা আয়ার আরও বেশি সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এ ব্যাপারে তদন্ত হবে।'